তারিখ ... 18 FEB 2017 ...
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 2 ...

সংবাদ

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছে

কোন সরকারি কলেজ জাবির অধীনে আর থাকতে চায় না

রাকিব উদ্দিন

উচ্চশিক্ষাকে ধ্বংস করার অভিযোগ জাবির বিরুদ্ধে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) বিরুদ্ধে উচ্চশিক্ষা ধ্বংসের অভিযোগ এনে সকল সরকারি কলেজকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্থানান্তরের বিরোধিতা থেকে সরে এসেছে কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি'। তারা জাবির অধীনে আর থাকতে চাচ্ছেন না। সেশনজট কমানোর নামে 'ক্রাশ প্রোগ্রাম'র মাধ্যমে জাবি কর্তৃপক্ষ কলেজ পর্যায়ে উচ্চশিক্ষাকে 'গ্রাস' (ধ্বংস) করে দিচ্ছে বলে মনে করছেন সমিতির নেতারা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালের ৩১ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে গিয়ে জাবি অধিভুক্ত সকল সরকারি কলেজকে বিভাগীয় পর্যায়ে পুরনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত করার নির্দেশনা দেন। এতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কলেজের দায়িত্ব নিতে আগ্রহ দেখায়। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়নে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করেন। কিন্তু জাবি কর্তৃপক্ষ নানা কৌশলে এবং বিসিএস শিক্ষা সমিতি এর বিরোধিতা করে কর্মসূচি দেয়। এতে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের অনুশাসন বাস্তবায়নে ধীরগতি হয়।

সর্বশেষ ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্যের সঙ্গে এক সভায় রাজধানীর সাতটি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে ঢাবির অধিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। বিসিএস শিক্ষা সমিতির সমর্থনের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বিসিএস শিক্ষা সমিতির সভাপতি প্রফেসর আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার সংবাদকে বলেন, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে যেভাবে চলছে, আমরা তা মেনে নিতে পারছি না। ক্রাশ প্রোগ্রামের কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা লাটে উঠেছে। শুধুমাত্র সার্টিফিকেট (সনদ) দেয়ার জন্য উচ্চ শিক্ষা চলতে পারে না। এজন্য প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী আমরা উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নের পক্ষে।'

ঢাবি'র অধিভুক্ত হওয়া সাত সরকারি কলেজ হলো- ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, মিরপুর সরকারি বাংলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ। এসব কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে বর্তমানে এক লাখ ৬৭ হাজার ২৩৬ জন ছাত্রছাত্রী এবং এক হাজার ১৪৯ জন শিক্ষক রয়েছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই সাত কলেজের একটির অধ্যক্ষ সংবাদকে

সরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

সরকারি : কলেজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলেন, 'আমরা চাই- বর্তমানে অনার্স ও মাস্টার্সের পরীক্ষা ও অন্যান্য একাডেমিক কার্যক্রম যে পর্যায়ে রয়েছে সে অবস্থায় অবিলম্বে জাবির যাবতীয় কার্যক্রম ঢাবির অধীনে ন্যাস্ত করা হোক।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষা সমিতির সেমিনার সচিব ও ঢাকা কলেজের শিক্ষক আবদুল কুদ্দুস শিকদার সংবাদকে বলেন, 'সেশনজট কমানোর নামে ক্রাশ প্রোগ্রাম চালু করে কলেজের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। সিলেবাস অসম্পূর্ণ রেখেই ঘনঘন পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। ক্লাস তেমন হচ্ছেই না। নেই মেধার মূল্যায়ন। আগে দুই পরীক্ষকের মাধ্যমে খাতা মূল্যায়ন করা হতো, এখন এক পরীক্ষকের মাধ্যমে তা করা হচ্ছে। এতে জাবির আয় বাড়লেও শিক্ষার মান নিচে নেমে যাচ্ছে। মোটকথা- উচ্চ শিক্ষার নামে সনদ বিতরণের প্রতিযোগিতা চলছে। শিক্ষক হিসেবে এই অশুভ প্রতিযোগিতায় আমরা সমর্থন দিতে পারছি না। এজন্য আমরা দ্রুত প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়নের সমর্থন দিচ্ছি।'

প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়নে এর আগে গত বছর ইউজিসির (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন) সাবেক সদস্য অধ্যাপক মোহাব্বত খানের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি কমিটি জাবি থেকে কলেজের অধিভুক্তি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে।

সংস্থাটি ২৮১টি (বর্তমানে ৩৩৩টি) সরকারি কলেজ ২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিতে গত অর্থবছরে অতিরিক্ত ৩০ কোটি টাকা চায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে। বর্তমানে আরও কলেজ জাতীয়করণের কাজ চলছে।

গত বছরের ৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেয়া ইউজিসি'র এক চিঠিতে বলা হয়, 'সরকারি কলেজগুলোকে অধীনে নিতে সংশ্লিষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে কলেজ পরিদর্শকের কার্যালয় খুলতে হবে। প্রথম পর্যায়ে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে অন্তত ৮৩০ জন জনবল নিয়োগ দিতে হবে। এতে বেতন-ভাতা বাবদ প্রতি বছর আরও ৩০ কোটি টাকা বেশি ব্যয় হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অধিভুক্ত কলেজগুলোর শিক্ষাবর্ষের কার্যক্রম, অধিভুক্তি নবায়ন, সিলেবাস নির্ধারণ, কোর্স-কারিকুলাম তৈরি, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ করবে।

ইউজিসি'র কর্মকর্তারা মনে করছেন, সরকারি কলেজগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গেলে কলেজের শিক্ষার মান বাড়বে, সেশন জট কমবে। জাবির অনিয়ম ও নৈরাজ্যও কমবে।

জানা গেছে, ঢাবিসহ ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সংশ্লিষ্ট জেলা-উপজেলার সকল সরকারি কলেজকে অধিভুক্ত করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়া হচ্ছে নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর ও জয়পুরহাটের সরকারি কলেজগুলোকে। খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরার কলেজগুলো যাচ্ছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যাচ্ছে যশোর, চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও মাগুরা কলেজ। ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরের কলেজগুলো যাচ্ছে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যাচ্ছে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরের কলেজগুলো।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যাবে সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের কলেজগুলো। সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়ার কলেজ যাবে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হবে ভোলা, বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও ঝালকাঠির কলেজগুলো। পঞ্চগড়, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ের সরকারি কলেজগুলো যাবে হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

এছাড়া কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারী জেলার সরকারি কলেজগুলো যাবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

এ সব কলেজ স্থানান্তরের বিষয়ে প্রফেসর আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার বলেন, 'পাইলট ভিত্তিতে সাতটি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্থানান্তর করা হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের সকল পদক্ষেপেই আমাদের সমর্থন থাকবে।'